তারিখ ... 05 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১...

যুগান্তর

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার

ক্লাসে নয় অফিসে বেশি আগ্রহ শিক্ষকদের

মুসতাক আহমদ

সিলেট শিক্ষা বোর্ডে ২০১০ সালের অক্টোবরে কলেজ পরিদর্শক পদে যোগ দেন সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক একেএম গোলাম কিবরিয়া তাপাদার। ২০১৪ সালের এপ্রিলে তিনি এই বোর্ডের সচিব হওয়ার ৩/৪ দিনের মাথায় একই সঙ্গে বোর্ডটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানও হন। মাঝখানে এক মাস ছাড়া এরপর থেকে তিনি ওই দুই পদেই বহাল আছেন। ২ অক্টোবর অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ার পর তাকে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে পাঠানো হয়। সেখানে যোগদানের পরদিনই তিনি আবার ফিরে যান সিলেট বোর্ডের সচিব পদে। পাশাপাশি ভিন্ন এক আদেশে একই দিন তাকে চেয়ারম্যানের বাড়তি দায়িত্বও দেয়া হয়। ৯ অক্টোবর তিনি আবার বোর্ডটির শীর্ষ দু'পদে যোগ দেন।

বিভিন্ন বোর্ডসহ সরকারি অফিসে দীর্ঘদিন প্রেষণে নিযুক্ত মুখচেনা কিছু ব্যক্তি

১৪ হাজারের মধ্যে ৪ হাজারই সুবিধাজনক পদে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশও উপেক্ষিত

অধ্যাপক তাপাদারের মতো শিক্ষা ক্যাডারে এমন সৌভাগ্যবান অন্তত ছয়শ' কর্মকর্তা আছেন। সরকারি কলেজে শিক্ষকতার জন্য নিয়োগ পেলেও শিক্ষকতার চেয়ে কর্মকর্তা হওয়ার দিকেই তাদের আগ্রহ বেশি। অনেকেই বছরের পর বছর শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন দফতরে আছেন। এছাড়া ঢাকা শহরের সরকারি কলেজ ও মাদ্রাসায় বা ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলার কলেজে দীর্ঘদিন আছেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। কর্মকর্তা বা ঢাকার ভেতরে-কাছে যারা পোস্টিংয়ের সুবিধা নিতে পারেন না, তারা ওএসডি, সংযুক্তি বা শিক্ষাসহ নানা ধরনের ছুটি নিয়ে আছেন। কাজ না করে বা কোনো রকম হাজিরা দিয়ে সরকারি বেতন-ভাতা নেয়া এই ক্যাটাগরির শিক্ষকের সংখ্যা অন্তত সাতশ'।

তিন ক্যাটাগরি মিলিয়ে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের প্রায় ৪ হাজার কর্মকর্তা আছেন বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত। অথচ শিক্ষা ক্যাডারে সবমিলে কর্মরত আছেন প্রায় ১৪ হাজার। এসব শিক্ষকের কারণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কলেজগুলো ভুগছে শিক্ষক সংকটে। আর ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

সরকারি কলেজের শিক্ষকদের এমন মানসিকতায় দারুণ বিরক্ত খোদ শিক্ষামন্ত্রীও। ২ অক্টোবর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাদের কাছে ২৫ দফার একটি নোট পাঠান। এতে তিনি বলেন, 'বিসিএস শিক্ষকদের শিক্ষকতায় আগ্রহ নেই। অনেকেই কেবল চাকরি রক্ষা করছেন। বিসিএস শিক্ষকদের দুটি বড় লক্ষ্য। একটি হচ্ছে, ঢাকায় থাকা বা আসা, অপরটি কোনো ধরনের কর্মকর্তা হওয়া। এটা তাদের মধ্যে ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

ক্লাসে নয় অফিসে বেশি আগ্রহ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশেষ সুযোগ হিসেবে বিবেচিত। এগুলোর নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে এই ক্যাডারের আসল উদ্দেশ্যই সর্বনাশ হয়ে যাবে।' ওই নোটে তিনি হতাশা প্রকাশ করে বলেন, 'এজন্য সহজ কোনো সমাধান নেই। তবে কিছু করতে না পারলে দিন দিন পরিস্থিতির অবনতি হবে।'

নোটে শিক্ষামন্ত্রীর সরল স্বীকারোক্তি, 'আমার কাছে সারা দিন যত মানুষ আসেন, যত চাপ দেয়া হয়, তার ৮০ শতাংশ ঢাকায় বদলি, সুবিধাজনক পদায়ন, ভিসি-চেয়ারম্যান প্রভৃতি বড় পদসহ কোনো কর্মকর্তার পদে পদায়ন করার দাবি। এ বিষয়টি সুরাহা করার কাজ প্রায় অসম্ভব।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, ৬ অক্টোবরে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী সারা দেশে ৩২৯টি সরকারি কলেজ ও শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন দফতর মিলে পদ আছে ১৭ হাজারের কিছু বেশি। এর মধ্যে প্রায় ৩ হাজারের বেশি পদ শূন্য। শিক্ষা ক্যাডারের বিশেষ ও অতিসুবিধাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রধান লক্ষ্য শিক্ষা বিভাগের ২৮টি দফতর ও ৮৪টি প্রকল্প। ঢাকার ১৩টি সরকারি কলেজ-মাদ্রাসা আছে দ্বিতীয় লোভনীয় হিসেবে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে— মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) ও এর অধীন ৮৪টি প্রকল্প, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর (ডিআইএ), বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয় কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতর, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ও এর অধীন বিভিন্ন প্রকল্প। আরও আছে ১০টি শিক্ষা বোর্ড। এগুলোর মধ্যে মাউশি ছাড়া আর সবগুলোতে প্রেষণে পদায়ন পেয়ে থাকেন তারা। প্রেষণে চাকরি করলে মূল বেতনের সঙ্গে ২০ শতাংশ হারে বাড়তি ভাতা মেলে। এর বাইরে সিটিং অ্যালাউন্সসহ নানা ভাতা আছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কলেজ খালি করে ঢাকা বা শহরাঞ্চলে পড়ে থাকার কারণে প্রধানমন্ত্রী গত মার্চে শিক্ষা ক্যাডারের সব সংযুক্তি ও ওএসডি বাতিলের অনুশাসন দেন। কিন্তু ৭ মাসে ওই নির্দেশনার এক-চতুর্থাংশ বাস্তবায়ন করতে পেরেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এমন নানা অভিযোগের কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ২০১৪ সালের নভেম্বরে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে তিন বছরের বেশি সময় ধরে প্রেষণে কর্মরতদের বদলির সুপারিশ করে। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিভিন্ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের তালিকা করা হয় যার একটি কপি যুগান্তরের কাছে এসেছে। এতে দেখা যায়, সিলেট বোর্ডসহ অন্য বোর্ডগুলোর উপরন্থ প্রেষণ পদে দীর্ঘদিন ধরে ঘুরেফিরে একই কর্মকর্তারা আছেন।

অধ্যাপক তাপাদার এ প্রসঙ্গে যুগান্তরকে বলেন, 'আমি ২০১৪ সালে সচিব পদে যোগদানের ৩/৪ দিন পর থেকে চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করছি। মাঝে এক মাসের জন্য অধ্যাপক মমতাজ শামীমকে চেয়ারম্যান করা হয়। এ ছাড়া সেই থেকে আমি চেয়ারম্যান ও সচিবের উভয় দায়িত্বে আছি। ভালোভাবে বোর্ড চালাচ্ছি। এ কারণে চেয়ারম্যান পদে কাউকে দেয়া হয়নি। আর চেয়ারম্যানের পদটি অধ্যাপকের। আমি সহযোগী অধ্যাপক ছিলাম বলে আড়াই বছর ওই পদে সরাসরি নিয়োগ পাইনি।'

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব শাহেদুল খবীর চৌধুরী ২০০৯ সালের মার্চ থেকে ২০১৪ সালের জুলাই পর্যন্ত স্কুল পরিদর্শক ছিলেন। তারপর থেকে একই বোর্ডে সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। শ্রীকান্ত কুমার চন্দ ২০০৯ সাল থেকে এ বছরের এপ্রিল পর্যন্ত এ বোর্ডে প্রথমে কলেজ পরিদর্শক ও পরে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেন। ক্যাডার পরিবর্তন করে বর্তমানে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপ-সচিবের দায়িত্বে আছেন। এই বোর্ডে সবচেয়ে দীর্ঘকালীন কর্মরত ব্যক্তি হলেন উপ-পরিচালক ফজলে এলাহী। ২০০২ সাল থেকে ২০১০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তিনি কর্মরত ছিলেন। বর্তমান স্কুল পরিদর্শক এটিএম মইনুল ঘুরেফিরে ঢাকায় চাকরি করছেন। এই বোর্ডের আগে তিনি কর্মরত ছিলেন মাউশিতে।

উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাসুদা বেগম ২০০৯ সাল থেকে এখনও কর্মরত আছেন। এই কর্মকর্তা নিজেকে শিক্ষামন্ত্রীর কাছের লোক পরিচয় দিয়ে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। তিনি পুরান ঢাকার একটি স্কুলের সভাপতির দায়িত্বও পালন করছেন। তার বিরুদ্ধে ওই স্কুলের বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়ানোর অভিযোগ আছে। অবশ্য মাসুদা বেগম তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ঢাকা বোর্ডের সাবেক উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবুল বাশার এখন আছেন মাদ্রাসা বোর্ডের পরিদর্শকের পদে। তিনি ২০১২ সালের দিকে মাউশিতে ছিলেন। বিভিন্ন অভিযোগে তাকে নোয়াখালীর একটি কলেজে বদলি করা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক দিনের মাথায় তিনি ফের চলে আসেন ঢাকা বোর্ডে। এভাবে উপ-সচিব নাজমুল হক, উপ-কলেজ পরিদর্শক অদ্বৈত কুমার রায়, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার প্রমুখ তিন বছরের বেশি সময় কর্মরত আছেন ঢাকা বোর্ডে। একই ভাবে চট্টগ্রাম, বরিশাল, কুমিল্লা, দিনাজপুর, যশোর, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডে ঘুরেফিরে মুখচেনা কিছু ব্যক্তিকে বিভিন্ন পদে বসানো হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শুধু বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডই নয়, মাউশি, এনসিটিবি, নায়েম, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, ব্যানবেইসসহ বিভিন্ন দফতর এবং ঢাকার কলেজগুলোতেও নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি বছরের পর বছর চাকরি করছেন। অথচ একশ্রেণীর শিক্ষক বছরের পর বছর পড়ে আছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আইকে সেলিমউল্লাহ খোন্দকার যুগান্তরকে বলেন, 'আমাদের প্রথম পরিচয় শিক্ষক। কিন্তু কিছু লোক কলেজে চাকরিই করেন না। আমরা চাই না যাদের ক্লাসরুম ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তারা কোনো অফিসে বসে শিক্ষার নীতি তৈরি করুন। অন্যান্য ক্যাডারে যাদের মাঠ প্রশাসনের অভিজ্ঞতা থাকে না, তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয় না। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এটা করা উচিত।' এই শিক্ষক নেতা বলেন, 'নীতিমালা অনুযায়ী বদলির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেটা ৬০-৭০ শতাংশও যদি বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে শিক্ষা ক্যাডারে ক্ষোভ-অসন্তোষ থাকবে না। পাশাপাশি লেখাপড়া ও প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতা আসবে।' তিনি বলেন, 'কিছুদিন ধরে সরকার ঢাকায় প্রথম পোস্টিং দিচ্ছে না। এটি ভালো কাজ। কিন্তু যারা ১০-১৫ বছর ঢাকার বাইরে আছে, তাদের রোটেশনে ভালো পদে দিতে হবে। এক্ষেত্রে বলা যাবে না, কলেজে এক বিভাগে তুমি মাত্র একজন আছো, তাই বছরের পর বছর ওখানেই পড়ে থাকো। এমন নীতি আমরা চাই না।'